মুসলিম ভাইদের প্রতি হজ পরবর্তী দাওয়াত

[বাংলা]

التوعية والإرشاد بعد موسم الحج

[اللغة البنغالية]

লেখক : কামালুদ্দিন মোল্লা

تأليف : كمال الدين ملا

সম্পাদনা : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

مراجعة : ثناء الله نذير أحمد

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1430 – 2009

মুসলিম ভাইদের প্রতি হজ পরবর্তী দাওয়াত

সকল সঙ্কট, সমস্যা, দুর্যোগ, সঙ্কীর্ণতা, বিপদ–আপদ থেকে মুক্তির হাতিয়ার হলো ঈমান ও তাকওয়া। এ বিষয়ে সুরা আলে-ইমরান–১২০, তালাক–২–৫ ও আরাফের–৯৬ নং আয়াতসমূহে আলাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

সুপ্রিয় হাজি সাহেবগণ! হজব্রত পালন শেষে পবিত্র মক্কা থেকে আমরা হাজি হয়ে ফিরে এসেছি। আলাহর মেহমান হিসেবে পবিত্র ঘর তাওয়াফ করে, আরাফাতে অবস্থান করে, আলাহর যিকর বুলন্দ করার লক্ষে মিনায় জামরাতে পাথর মেরে, হজ সমাপ্ত করে দেশে ফিরেছি। যখন প্রথমবারের মত আলাহর ঘর অবলোকন করেছি বুঝতে পার ছিলাম না, হাসব না কাদব। আবেগ অনুভূতি আমাকে শুধু তাড়া করছিল। মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে নামায আদায় করা, কাবা গৃহ সামনে নিয়ে সেজদা করা, নাক–ললাট কাবাভূমিতে আলাহর জন্য সপে দেয়া, নিজ হাতে জান্নাতের একটি পাথর স্পর্শ করা, নিজ চোখে জান্নাতের অতি মূল্যবান ইয়াকুত পাথর অবলোকন করা, হজরে আসওয়াদ চুমু দেয়ার সুভাগ্য অর্জন করা, মুলতাযামের সাথে নিজের বুক মিলানোর সুভ মুহূর্তটি উপভোগ করা, বিশ্বের সেরা পানীয় যমযম তৃপ্তি সহকারে পান করা, সাফা পাহাড়ে আরোহন ইত্যাদিসহ মনে হলো আমি খুব ভাগ্যবান, আলাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা একজন বান্দা। মনে হয়েছিল রাসূল সা. যে স্থানে সেজদা অবস্থায় অশ্রু ঝড়িয়ে ছিল সে স্থানে আমারও সুযোগ হল সেজদা করার। এ এক অপরূপ দৃশ্য, যতদিন বেচে থাকব তা কখনো বিস্মৃত হবে না।

সম্মানিত হাজি সাহেবগণ! আমরা দেশে ফিরে এসেছি, এখন আমাদের করণীয় কি? হজের মাধ্যমে আল-াহর ইচ্ছায় আমরা গুনা থেকে মুক্ত হয়েছি, পুনরায় কি গুনায় লিপ্ত হব? আলাহর ঘরের কাছ থেকে আল-াহকে ডেকেছি, এখন কি ডাকা বন্দ করে দিব? পবিত্র ঘর কাবাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেছি, এখন কি সালাত ত্যাগ করে দিব? না, কখনো না। বরং আমাদের প্রতিজ্ঞা হচ্ছে আর কোন দিন গুনায় জড়িত হব না, হঠাৎ গুনা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিব। আর কখনো সালাত ত্যাগ করব না। সর্বদা আলাহর স্বরণ অন্তরে জাগরুক রাখব, সর্বদা তার হুকুম বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকব, অন্য সবাইকে তার প্রতি আহ্বান করব। কারণ, হজ হচ্ছে অন্তরে আলাহর মহব্বত তৈরি করার পাঠশালা। এ পাঠশালা থেকে আমাদের এ দীক্ষা নেয়াই যথাযথ হবে। আমরা হৃদয়ে আলাহ এবং তার দ্বীনের প্রেম–ভালোবাসা ধারণ করে সারা জীবন বেচে থাকব। সততা, আমানতদারি ও পবিত্রতার মাধ্যমে আমাদের জীবন রাঙ্গিয়ে তুলব। কারণ আমাদের প্রিয় পাত্র মহান আলাহ অপবিত্র কিছু গ্রহণ করেন না। আমরা হালাল খাব, হালাল পরিধান করব; নিষ্কলুষ জীবন-যাপনের ব্রত গ্রহণ করব, দূরে থাকব সকল বেহায়াপনা ও অশীলতা থেকে; আলাহর ইচ্ছায় তবেই হব আমরা মুমিন, আমাদের মৃত্যু হবে মুমিনের মৃত্যু, আমাদের ঠিকানা হবে জান্নাত।

প্রিয় হাজি সাহেবগণ! আমরা যে সালাত, সিয়াম, জাকাত ও হজ ইত্যাদি আদায় করি, তার দ্বারা শুধু এতটুকুই উদ্দেশ্য নয়, এখানেই তার কার্যকারিতার সমাপ্তি নয়, বরং এর আরো কার্যকারিতা রয়েছে। যেমন নামায অশীল কাজ হতে বিরত রাখে। যার নামায তাকে অশীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখেনি আলাহর সাথে তার দূরত্ব বাড়তেই থাকে। রোযা বিশেষ এক কারণে ফরজ করা হয়েছে অর্থাৎ

তাকওয়া হাসিল করার জন্য। যাকাত-সদকা মুমিনকে কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখে এবং আলাহর গোস্বাকে প্রসমিত করে। এমনিভাবে হজের দ্বারা গুনা মাফ হয়, দারিদ্রতা দূর হয় ইত্যাদি।

সম্মানিত হাজি সাহেবগণ! আমাদের হজ কবুল হলো কিনা তার প্রমাণ হচ্ছে হজ পরবর্তী আমল। তাই বলতে হচ্ছে হজব্রত পালন শেষে আমাদের করণীয় কি? আলাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের হজ পালনের পর আলাহকে স্মরণ কর তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করার মত বা তার চেয়েও বেশি। কতক মানুষ বলে হে আমাদের প্রভু আমাদের দুনিয়াতে দিন পরকালে তার কোন অংশ নেই। আর কতক লোক বলে হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, কল্যাণ দিন আখেরাতেও এবং মুক্তি দিন জাহান্নামের অগ্নি হতে তাদের জন্য তারা যা অর্জন করেছে সে অংশ রয়েছে, আলাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।" বাকারা–১০১-১০২ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত।
(১) যাদের চিন্তা ফিকির শুধু দুনিয়া, এর জন্যই বেঁচে থাকা, এর জন্য ব্যস্ততা এমনকি তার প্রার্থনাও হয় দুনিয়ার জন্য। আলাহ তাদেরকে তাদের জন্য বরাদ্দ অংশটুকুই দেন এর চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু দুনিয়ার জন্য সব চাওয়া পাওয়া হওয়ার কারণে তাদের জন্য পরকালে আলাহ কোন হিস্যা রাখবেন না। আলাহ তাআলা বলেন, 'যে পরকালের ফসল বৃদ্ধি করতে চায় আমরা তার জন্য সেখানে বৃদ্ধি করি, আর যে দুনিয়াতে বৃদ্ধিকরতে চায় তাকে দুনিয়াতে তার হিস্যা দেই, পরকালে তার কোন হিস্যা নেই।' শুরা-২০
(২) এ প্রকার মানুষদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. যাদের ভিতর–বাহির একনয়, তারা পৃথিবীতে সংস্কার, সংশোধন করার দাবী করে অথচ তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং আলাহকে সাক্ষী রেখে মিথ্যা শপথ করে, ক্ষমতা লাভের পূর্বে বলে এ করব ও করব, শান্তি প্রতিষ্ঠা করব, আর ক্ষমতা লাভ করার পরপরই পৃথিবীতে অত্যাচার, অনাচার, ধ্বংস বৃদ্ধি করে দেয়। যদি তাদের বলা হয় আলাহকে ভয় কর, তবে তাদের অহংবোধ জেগে উঠে, পাপাচার, পাশবিকতা বৃদ্ধি পায়। এদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম, যা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। দুই. এ প্রকারের আলোচনায় আলাহ তাআলা বলেন, 'সে নিজেকে আল-াহর জন্য উৎসর্গ করেছে, আলাহর রিযামন্দী ব্যতীত অন্য কিছু তার কামনা থাকে না, সে প্রকৃত মুমিন কোন রকম লৌকিকতা, অহংকার তার মাঝে নেই।'

হজের মহান শিক্ষা থেকে একটি হলো অন্তরে আলাহর বড়ত্ব জন্মানো এবং সবর্দা তার যিকিরের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করা। পবিত্র কুরআনে হজের পর, সালাতের পর এমনকি জিহাদের ময়দানে পর্যন্ত যিকির করতে বলা হয়েছে। যিকির মানে দুই ঠোট নেড়ে শুধু তাসবিহ পাঠ নয়, বরং যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য সকল স্তরে আলাহর হুকুম বাস্তবায়ন করা। সুখে শোকর আর দুঃখে সবর করা। প্রতি মুহুর্তে আলাহকে স্মরণ করা। আলাহ আমাদের তওফিক দিন।

সমাপ্ত